বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

# শেখ হাসিনা

সমীপে

## ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে

## "শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক" তৈরির প্রেক্ষাপটে আমাদের

# সবিনয় নিবেদন

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনার গতিশীল নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নসহ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াসে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ কিছু দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করেছে, যা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। করোনা উত্তরকালে নানাবিধ বিপর্যয়ের মধ্যেও উল্লিখিত অর্জনসমূহ ধরে রাখার জন্য সরকারের বহুমুখী প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আপনি অবগত আছেন যে, দৃশ্যমান বহু অর্জন সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।

**এ প্রেক্ষিতে শিক্ষাকে "একক খাত (Single Sector)" হিসেবে বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারলে ধারাবাহিক অর্জনগুলো ধরে রাখা ও করোনা অতিমারীর কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।**

**সম্মানিত সরকার প্রধান**

**মানবসম্পদ উন্নয়নে আমাদের অগ্রযাত্রা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য পেশ করছি:**

১. শিক্ষাক্ষেত্রে সকল অর্জন ধরে রাখা, নতুন শিক্ষাক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানকে এগিয়ে নেওয়া ও শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শুধুমাত্র শিক্ষা সেক্টরের জন্য ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ দেওয়া এবং ক্রমান্বয়ে ২০% বরাদ্দের রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আইসিটি ব্যবহারে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি, ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতির প্রসার এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের মৌলিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল ক্লাসরুমসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানি এবং ওয়াশ ফ্যাসিলিটিজ নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

৩. মানসম্মত শিক্ষার জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে পিএসসি-এর আদলে পৃথক "শিক্ষক নিয়োগ কমিশন" গঠন করা এবং শিক্ষকদের বেতন ও ভাতাদি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৪. প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করায় আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে ঝরে পড়া রোধে ও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেমন– প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায় ১,০০০ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে উপবৃত্তি দেওয়া এবং বাল্যবিবাহের কারণে যেসব মেয়ের লেখাপড়া ঝুঁকিতে পড়েছে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় উপবৃত্তি চালু রাখার আবেদন জানাচ্ছি।

৫. সকল বিদ্যালয়ে উচ্চ-গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য এক্সেসিবল ডিভাইস প্রদান ও তারা যাতে প্রয়োজনীয় ডেটা (Data) প্রতি মাসে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পেতে পারেন, সে জন্য বাজেটে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

**সম্মানিত জননেত্রী**

৬. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও কলমসহ অন্যান্য উপকরণের ওপর নতুন আরোপিত সকল কর ও ভ্যাট প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

৭. মাধ্যমিক স্তরে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য ধাপে ধাপে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা অতি জরুরি।

৮. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে একটি "সমন্বিত শিক্ষা আইন" প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া এবং এর বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়ার আবেদন করছি।

৯. সরকার বর্তমানে প্রাইমারি স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম (জুলাই ২০২৩-২০২৬) প্রণয়নের কাজ করছে। এজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় স্কুল মিল পলিসি (২০১৯)"-এর আলোকে মূলধারার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে "স্কুল মিল কার্যক্রম" চালু করার জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দের জোর দাবি জানাচ্ছি।

১০. বিজ্ঞান শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার প্রসার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন এবং ল্যাবরেটরির সুবিধা, ভাষা প্রশিক্ষণ ও স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মান উন্নয়নের জন্য বাজেটে আরো অর্থ বরাদ্দের জন্য দাবি জানাচ্ছি।

১১. শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য সরকারি-বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে উৎসাহিত করা এবং জিও-এনজিও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি "বিশেষ তহবিল" গঠনের দাবি জানাচ্ছি।

১২. অতি সম্প্রতি গৃহীত "আয়কর আইনে" এনজিওদের কোম্পানি আইনের আওতায় এনে নতুন করে যেসব কর প্রস্তাব করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানাচ্ছি।

**শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধু কন্যা**

আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, **মানসম্মত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।**

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে **২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করবেন–** এটা আমাদের বিনীত নিবেদন ও একান্ত প্রত্যাশা।

**মহান সৃষ্টিকর্তা আপনার মঙ্গল করুন।**


**সহস্রাধিক সহযোগী সংগঠন ও লক্ষাধিক সহকর্মীর পক্ষে,**
**প্রচার ও সমন্বয়ে**

গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৪১০২২৭৫২-৫৬
ওয়েবসাইট: www.campebd.org